হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর কুরবানীর ইতিহাস ও মৌলিক শিক্ষা

মাওলানা তানভীর হাসান আল-মাহমুদ

কামিল তাফসীর, অনার্স-আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ইসলামি বিশ্ববিদ্যালইয় কুষ্টিয়া।

পরিচালক-কার্যনির্বাহী পরিষদ, হযরত হাতেম আলী রহঃ ফাউন্ডেশন (HARF)

ধর্মীয় সাহায্যঃ ১৫ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا ،
اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ المَوْجُوْدَا
تِ الَّذِي قَالَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ
الْحَشْرِ ،
أَمَّا بَعْدُ

আলোচনার শুরুতেই প্রাসংগিক ভাবে বলতে হয় হযরতে ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ যখন তার সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন, প্রতিমা পূজার শিরক থেকে বেচে থাকতে আহবান জানালেন। জবাবে তার সম্প্রদায় তার উপরে সম্মিলিত ভাবে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং একটি পর্যায়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আগুনকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করে দিলেন । আগুনের কুন্ডলি থেকে তিনি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন। এই মহাবিস্ময়কর মোজেজা দেখার পরেও ইব্রাহিম আঃ এর সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরে আচ্ছন্ন হৃদয়ে রেখাপাত করলোনা , তারা ইমান আনতে ব্যর্থ হলো। দীর্ঘ দিন তার সম্প্রদায়কে কালিমার দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে হেদায়াতের আশা না দেখে আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। জন্মভূমি বাবেল থেকে ফিলিস্তিনের কেনানে হিজরতের জন্য রওয়ানা করলেন। তিনি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তার স্ত্রী সারা আঃ ও তার ভাগ্নে হযরত লুত আঃ কে সাথে নিয়ে হিজরতের জন্য রওয়ানা দিলেন। ইব্রাহিম আঃ এর উক্তি কুরআনে এভাবে উল্লেখ হয়েছে- وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ তিনি বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই পথ প্রদর্শন করবেন,১

দ্বিতীয় বিয়েঃ

কেনানে এসেও তিনি বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং আল্লাহর রহমতে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে থাকলেন। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ যখন বার্ধক্যে উপনিত হন তখন একথা ভেবে খুবই চিন্তিত হয়ে পরেন যে, তার ইন্তেকালের পরে কে ইসলামের দাওয়াত দিবে ? নবুয়্যতের ভার কার উপরে অর্পিত হবে ? যেহেতু তার সম্প্রদায় ইসলাম কবুল করেনাই সুতরাং, তাদের মধ্য থেকে নবী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ নাই। তার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ার কারণে সন্তান নেয়াও সম্ভব ছিলনা। তার এই পেরেশানী স্ত্রী সারাকেও আচ্ছন্ন করলো। তিনি তার কিবতি দাসি হাজেরাকে ইব্রাহীম আঃ এর নিকট হাদিয়া দিলেন, অনুরোধ করলেন তাকে বিবাহ করার জন্য। আল্লাহর অনুমতিতে তিনি বিদুষি রমনি হযরত হাজেরা আঃ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

সন্তানের প্রার্থনাঃ

ইব্রাহীম আঃ এর বয়স তখন প্রায় ৮৬ বছর(২) , তিনি সন্তান লাভের জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করার একমাত্র অধিকারি মহা শক্তিশালী আল্লাহর কাছে শরনাপন্ন হলেন। আল্লাহর কাছে দরখাস্থ পেশ করলেন

رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

হে রব আমার পরে নবুয়্যতের দ্বায়িত্বপালনে উপযুক্ত একটি নেককার সন্তান দান করুন(৩)। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নবুয়্যতের গুনাবলি সম্পন্ন সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত একটি পুত্র সন্তান দান করলেন (৪)। নাম রাখলেন ইসমাইল।

স্বামী-স্ত্রী ও শিশুর পরীক্ষাঃ

দীর্ঘ দিনের আকাঙখা শেষে যখন হাজেরার গর্ভ থেকে সন্তান লাভ করলেন আনন্দের ঢেউ তুলছে হৃদয় জুড়ে। তিনি মনের মতো করে সন্তানকে লালন-পালনের স্বপ্ন দেখছেন, এমন সময়ে আল্লাহর অহি আসলো-স্ত্রী হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে জনমানবহীন মরুভূমি মক্কায় রেখে আসতে হবে। হৃদয়ে সকল আকাঙ্খাকে হৃদয়েই কবর দিলেন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে কোরনবাণী দিয়ে স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে মক্কায় মরুবাসে রেখে আসলেন। পাহারের আড়ালে এসে স্ত্রী ও সন্তানের হেফাজতের আমানত আল্লাহর কাছে অর্পন করে দোয়া করলেন। (৫)

কিশোর ইসমাইলঃ ইব্রাহীম আঃ মাঝে মধ্যে স্ত্রী ও সন্তানকে দেখতে এবং সন্তানকে দ্বীনি ইলম ও তারবিয়্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য আসতেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সহ অনেক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন হযরত ইব্রাহী আঃ বোরাকে সওয়ার হয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় যাত্রা করতেন (আল্লাহই ভালো জানেন)। হযরত ইব্রাহীম আঃ আশা পোষণ করতেন বালেগ হওয়ার পরে যেনো ইসমাইল হন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত মুসলিম। একনিষ্ঠ হন কেবল তারই ইবাদতে। শিশু ইসমাইল ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকলেন। একসময় ইসমাইল হয়ে উঠলেন কর্মঠ কিশোর বা প্রায় যুবক। তিনি বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। সন্তানের আদব ও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা,বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে ইব্রাহীম আঃ এর হৃদয় শীতল হয়ে যেত।

ইব্রাহীম আঃ এর স্বপ্নাদেশঃ তখন এক জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে স্বপ্নে ইব্রাহীম আঃ প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী করতে আদিষ্ট হলেন। স্বপ্নটি তাকে প্রচন্ডভাবে রেখাপাত করলো। সকাল বেলা উঠে তিনি ভাবছেন স্বপ্নটি কি

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ না শয়তানের পক্ষ থেকে প্রবঞ্চনা ? এই চিন্তার কারণেই জিলহাজ্জের ৮ তারিখকে বলা হয় ইয়াওমুত তারভিয়্যাহ বা চিন্তার দিন । পরের রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন । সকালে উঠে নিশ্চিত হলেন, এ স্বপ্ন ওয়াহি (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) ,যা অবশ্য পালনীয়। একারণেই ৯ জিলহাজ্বকে বলে ইয়াওমুল আরাফা (পরিচিতির দিন)।৬

উল্লেখ্য হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে – নবী আঃ গণের স্বপ্ন হলো অহী(৭) । সুতরাং একথা প্রতিয়মান যে, ইব্রাহীম আঃ এর প্রতি আল্লাহর আদেশ ছিল - তোমার সব থেকে প্রিয় কলিজার ধন ইসমাইলকে আমার রাস্তায় কোরবানি করে পরীক্ষা দাও, যে তোমার ঐ ধনের থেকে দ্বিধাহীন ভাবে আমি আল্লাহর আদেশ পালন করা তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

কোরবানীর প্রস্তুতি ও ইবলিসের বাধাঃ নিজের ভালোবাসাকে হৃদয়ে কবর দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে ইব্রাহীম আঃ সন্তানের নিকটে গেলেন। সন্তানকে খাইয়ে পারিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্তানকে সাথে করে বের হয়ে গেলেন। কা'ব ইবনে আহবারের সূত্রে আবু হুরায়রা রাঃ এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক স্ব স্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন-ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ যখন আল্লাহর নির্দেশে সন্তান ইসমাইলকে কুরবানী করার জন্য ঘর থেকে ইসমাইলকে সাথে নিয়ে বের হলেন, ইব্রাহীম আঃ এর পরিবারকে ধোকা দেয়ার জন্য শয়তান এটাকে সুবর্ণ সুযোগ ভেবে মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নিল। শয়তান মা হাজেরার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো তুমি কি জানো তোমার স্বামী তোমার সন্তান নিয়ে কোথায় গিয়েছে? হাজেরা বললো তারা দুজনেইতো গিরিপথের দিকে কাঠ সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছেন। শয়তান বলো তুমি জানোনা তাকে জবেহ করার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হাজেরা শয়তানের কথা উড়িয়ে দিয়ে বললো অসম্ভব আমার স্বামী তার

সন্তানকে জীবনের চেয়েও বেশী ভালাবাসে,পরম স্নেহ মমতা দিয়ে আদর করে, তাছাড়া তিনি নবী, কোনো নবী অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করতে পারেনা। শয়তান বললো এখানে বিষয়টি তার আদরের থেকেও বড়! তাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তার সন্তান জবেহ করার জন্য। মা হাজেরা দ্বীধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তাহলে তার কর্তব্য হলো যত দ্রুত সম্ভব তা পালন করা । শাইতান মা হাজেরার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল । এবার ইসমাইলের কাছে গিয়ে বললো তোমার বাবা তোমাকে জবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। ইসমাইল প্রশ্ন করলো আমাকে আমার বাবা কেন জবেহ করবে! আমি কি অপরাধ করেছি? শাইতান বললো তুমি কোনো অপরাধ করোনি, তোমাকে জবেহ করবে তার আল্লাহ নাকি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই। ইসমাইলও জবাব দিলো-আমাকে জবেহ করতে যদি আল্লাহ নির্দেশ দেন তাহলে তার নির্দেশ পালন করাই উচিৎ। শাইতান ইসমাইলের কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে ইব্রাহিম আঃ কে গিয়ে জেরা করতে শুরু করলো আপনি একটি নেককার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছেন? আল্লাহর কসম আপনি শাইতানের ধোকায় পড়েছেন সে স্বপ্নে আপনার ছেলেকে জবেহ করার হুকুম দিয়েছে। ইব্রাহীম আঃ চিনতে পারলেন এ নির্ঘাত শাইতান। বললেন আল্লাহর দুশমন এই মূহুর্তে তুই চলে যা। আমি আল্লাহর আদেশ ইংশাআল্লাহ পালন করবোই। এভাবে আল্লাহ সুরক্ষিত রাখলেন ইব্রাহীম আঃ ও তার পরিবারকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে।(৮)

ইসমাইলের সাথে পরামর্শঃ ইমাম বাগবী লিখেছেন স্বপ্নাদিষ্ট হবার পরে হযরত ইব্রাহীম আঃ তার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে বললেন, চলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী করবো। হযরত ইসমাইল তখন রশি ও ছুরি নিয়ে এলেন। তারপর

পিতার সাথে পাহাড়ের কাছে পৌছে বললেন, কোরবানীর পশু কোথায় ? হযরত ইব্রাহীম আঃ সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বপ্নের ব্যাপারে পুত্র ইসমাইলের সাথে পরামর্শের করবেন। যাতে সন্তানও আল্লাহর পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। ইব্রাহীম আঃ এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পুত্র ইমাইল আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পুত্র ইসমাইলকে সম্বোধন করে বললেন قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ

হে প্রিয় কলিজার টুকরা সন্তান নিশ্চয়ই আমি স্বপ্নে দেখেছি ,আমি তোমাকে জবেহ করছি ! এব্যাপারে তোমার মতামত কি? (৯)

নবী পুত্র ইসমাইল জানতেন নবীদের স্বপ্ন অহি; এই স্বপ্নের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর ।আল্লাহ পিতা-পুত্র উভয়কে পরীক্ষা করছেন যে, তারা আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেদের ভালোবাসাকে কিভাবে কোরবানী করে। বালক ইসমাইল পিতাকে দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন, আদেশ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং আপনার আদেশ অনুযায়ী আমাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করে দিন।

ইসমাইলের জবাব আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন-

قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ

'হে আমার পিতা! আল্লাহ আমাকে জবেহ করা সংক্রান্ত যে আদেশ প্রদান করেছেন তা আপনি উহা যথাযথভাবে পালন করুন।(১০)

মনেরাখা প্রয়োজন, শতবছরের নিকটবর্তী বার্ধক্যে উপনিত নবী ইব্রাহীম আঃ এর পক্ষে প্রায় যুবকে পা রাখা ইসমাইলের সহযোগীতা ছাড়া তাকে কুরবানী করা অত্যন্ত দূরহ ছিল। আল্লাহর পরীক্ষা যাতে পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য সহজ হয়

তাই পুত্র ইসমাইল তার পিতাকে অভয় দিলেন হে বাবা চিন্তিত হবেন না।
سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

ইংশা আল্লাহ আপনি আল্লাহর এই আদেশের সামনে আমাকে আপনার (সহযোগী হিসেবে) ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন। (১১)

ইসমাইলের করুন আবেদনঃ ইমাম বাগবী লিখেছেন, হযরত ইসমাইল তখন পিতাকে বললেন, বাবা! আপনি আমাকে শক্ত করে বাধুন, যাতে আমি হাত পা ছুড়তে না পারি। আর আপনার পরিধেয় পোশাক গুটিয়ে নিন, যাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত আপনার পোশাক রঞ্জিত করতে না পারে। যাতে আমার সওয়াব কমে না যায়। আবার আপনার রক্তে রঞ্জিত পোশাক দেখে যেন আমার মাতা শোকাতর না হন। ছুরিটি ভালো করে ধার দিয়ে নিন, যাতে আমার কন্ঠনালী অতি দ্রুত কর্তিত হয়, আমিও যেন মৃত্যু যন্ত্রনা থেকে সহজে রেহাই পেয়ে যাই। বাবা মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চয়ই ভয়াবহ ও কঠিন। আর আপনি যখন আমার মায়ের কাছে যাবেন,তখন তাকে আমার সালাম জানাবেন। আমার গায়ের জামা যদি তাকে নিয়ে দিতে চান, তাও করতে পারেন। তাহলে হয়তো তিনি পাবেন একটি সান্তনার অবলম্বন। হযরত ইব্রাহীম বললেন, হে আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র আল্লাহর আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে তুমিই সর্বোত্তম সহযোগী (১২)। ইসমাইল বললো বাবা আপনি আল্লাহর আদেশ পালন করুন সন্তানের প্রতি আপনার মমতা,ভালোবাসা যেন আপনাকে দ্বিধাগ্রস্থ না করে।

ইমাইলের কুরবানীঃ জিলহাজের ১০ তারিখ। ইব্রাহীম আঃ জবেহ করার প্রস্তুতি নিলেন। ছুড়ি ধার দিলেন। পোশাক গুটিয়ে নিলেন। ইব্রাহীম আঃ আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে অনুগত করিয়া দিলেন এবং ইসমাইল আঃ আল্লাহ তায়ালা ও তদ্বীয় পিতার নিকট নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। পুত্র ইসমাইলের পরামর্শে তাকে উপুর করে শুইয়ে দিলেন যাতে জবেহ করার সময়ে সন্তানের চেহারা চোখে না পরে। কারণ সন্তানের চেহারায় নজর পরলে আল্লাহর নির্দেশ পালনে সন্তানের প্রতি পরম মমতা বাধা হয়ে দাড়াতে পারে। তাই সন্তানকে উপুর করে শুইয়ে গলার পিছন দিক থেকে ছুড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।(১৩)

আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ

অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া গেলেন ইসমাইলকে উপুড় করে শায়িত করলেন, এবং (ইবরাহীম যবেহ করার জন্য বিসমিল্লাহ পরিয়া লইলেন পুত্র ইসমাইলও আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন) (১৪)

ইব্রাহীম আঃ ছুড়ি চালাচ্ছেন কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে ছুড়ি ইসমাইলকে কাটার কার্যক্ষমতা হাড়িয়ে ফেললো তাই হযরত ইব্রাহীম আঃ সর্ব শক্তির দ্বারা ছুড়ি চালানোর পরেও ইসমাইলের একটি পশমও কাটতে ব্যর্থ হন। আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল আঃ কে জান্নাত থেকে ইসমাইলের পরিবর্তে একটি সাদা দুম্বা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। একাধিক তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে সেই দুম্বাটি ছিল আদম আঃ এর পুত্র হাবিল আঃ এর কোরবানীকৃত সেই ঐতিহাসিক পশু। যেটি জান্নাতে জান্নাতি সময়ের চল্লিশ মৌসুম কাটিয়ে এসেছিল। বোখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি (রহ.) বলেন, ‘যখন হজরত ইবরাহিম (আ.)

স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে জবেহের উদ্দেশ্যে গলায় ছুরি রাখলেন, এদিকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হজরত জিবরাইল (আ.) আসমান থেকে একটি দুম্বা নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করছিলেন। কিন্তু জিবরাইল (আ.) এর আশঙ্কা ছিল তিনি দুনিয়ায় পৌঁছার আগেই ইবরাহিম (আ.) জবাই পর্ব সমাপ্ত করে বসবেন। ফলে তিনি আসমান থেকে উঁচু আওয়াজে বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।' ইবরাহিম (আ.) আওয়াজ শুনে আসমানের দিকে নজর ফিরাতেই দেখতে পেলেন জিবরাইল (আ.) একটি দুম্বা নিয়ে আগমন করছেন। ফলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।' পিতার কণ্ঠে এই কালেমা শুনতেই ইসমাইল (আ.) উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।' **একজন ফেরেশতা আর দুজন আল্লাহর নবীর এ বাক্যমালা আল্লাহ তায়ালার খুব পছন্দ হয়। তাই কেয়ামত পর্যন্ত এই বাক্যমালাকে আইয়ামে তাশরিকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পড়াকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন।**[১৫]

আল্লাহ এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ আর আমি তাকে (ইসমাইল) মুক্ত করলাম এক বড় যবেহ (ইসমাইলের বদলে জান্নাতি দুম্বা কোরবানী) এর বিনিময়ে।[১৬]

ছুদ্দী রহঃ প্রমুখ উল্লেখ করেছেন ইব্রাহীম আঃ ছুরিকে পুত্রের গলা কাটার জন্য ছুড়ি চালনা করিলেন, কিন্তু ছুড়ি কিছুই কাটিলনা। বরং গর্দান ও ছুড়ির মাঝমাঝি একটি তামা জাতীয় পাত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তখন ইব্রাহীম আঃ কে আসমানী ধ্বনিদেয়া হলো وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ

হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্নাদেশ পালন করেছো।[১৭]

প্রশ্ন থাকতে পারে স্বপ্নে জবেহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ,তাহলে ইসমাইলকে জবেহ না করে ইব্রাহীম আঃ স্বপ্নের আদেশ পালন করলেন কিভাবে ? জবাবে মুফাসসিরগণ কয়েকটি মত তুলে ধরেছেন।

এক- যেহেতু ইব্রাহীম আঃ স্বপ্নে দেখেছিলেন ইসমাইলকে জবেহ করছেন, কিন্তু রক্ত বের হতে দেখেননি। তাই স্বপ্নের আদেশ পালন হয়েগেছে ।

দুই- ইসমাইলকে জবেহ করা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা, যে আল্লাহর আদেশ পালনে ইব্রাহীম ও ইসমাইল কিভাবে সব থেকে প্রিয় বস্তু কোরবানী করে? যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা১৮,যে সন্তান জবেহ করার আদেশপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র আল্লাহর আদেশের সম্মুখে ইব্রাহীম আঃ নিজেকে সমর্পন করিয়া; আনুগত্যের শির ঝুকাইয়া দেন কিনা তা পরীক্ষা করা। তখন দুজনেই যেহেতু নিজেদেরকে আল্লাহর আদেশ পালনে সপে দিয়েছেন অতএব স্বপ্নের প্রত্যাদেশ বাস্তবায়িত হয়েগিয়েছে। ইসমাইলকে জবেহ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকেনি। কারণ আল্লাহ কেবল তাদের অন্তরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

আল্লাহ বান্দাকে দুনিয়াতে জান,মাল,ব্যবসার ক্ষতি বা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন,পরীক্ষার মূহুর্তটুকু ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হলে আল্লাহ বান্দার জন্য এমন অকল্পনীয় সাহায্যের মাধ্যমে বান্দাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করে দেন যা বান্দা কল্পনাও করেনি । ঠিক তেমনটিই হয়েছিল ইব্রাহীম ও ইসমাইল আঃ এর বেলায় – ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি আল্লাহর বিধানপালনকারী মুহসিনদের পুরস্কৃত করে থাকি১৯।

মৌলিক শিক্ষাঃ

কুরআন বর্ণিত উপরের আলোচনায় একথা প্রতিয়মান যে, যেভাবে ইব্রাহীম আঃ ধার্মিক ছিলেন সেভাবে ধার্মিক ছিল তার স্ত্রী হাজেরা আঃ , সেভাবে ধার্মিক ছিল তাদের সন্তান ইসমাইল আঃ । সুতরাং আল্লাহ এমন একটি সংসার কামনা করেন যে সংসারের স্বামী হবে ধার্মীক, স্ত্রী হবে ধার্মীক এবং সন্তান হবে ধার্মীক , তাহলেই সংসারটা হবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সুখী পরিবার। আল্লাহ মানুষকে বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন আর এই বন্দেগী তিন ভাগ এবাদাতে রুহানী,জেসমানী ও মালী। তাই প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান যদি একজন কিতাবি যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম,নায়েবে রাসূল (ধর্মীয় শিক্ষক) গ্রহণ করে তার কাছ থেকে এবাদাতে জেছমানী তথা ফিকাহের ইবাদাত ও মুয়ামালাত, এবাদতে রুহানী তাছাওউফের মুহলিকাত ও মুনজিয়াতের মাসয়ালাগুলো সঠিকভাবে শিক্ষা করে তদানুযায়ী আমল করে এবং মাল দ্বারা আল্লাহর আল্লাহর বিধান মত তিনধারায় অর্থাৎ সংসার রক্ষা, ধর্ম রক্ষা ধর্ম বিস্তার ও গরিব রক্ষার খাতে ব্যয় করে তাহলে স্বামী,স্ত্রী ও সন্তান সকলে মিলে একটি প্রকৃত সুখি পরিবার গঠিত হবে।

বর্ণিত ইতিহাসে গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখাযায় সন্তান কতটা আল্লাহর প্রতি তাকওয়াবান ছিল যে তাকে যখন বলা হলো আল্লাহ তোমাকে কোরবানী করার আদেশ করেছেন। তা ছেলে নির্দ্বিধায় মেনে নিল । শুধু তাইনয় বরং কোরবানীর কাজে বাবাকে সাহায্য করার অঙ্গিকার করলো; বাবার মনোবল যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য আল্লাহর রাস্তায় বাবার অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিল।

তাই এখানের মৌলিক শিক্ষা হলো বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো ছোট থেকেই সন্তানকে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা , তার জন্য পারিবারিকভাবে আমলের পরিবেশ তৈরি করে দেয়া এবং দ্বীন কায়েমে আল্লাহর পথে জান-মাল উৎসর্গ করার ইমানী ও জিহাদি জজবা তৈরি করার চেষ্টা করা।

সন্তানদের শিক্ষা হলো শরীয়াতের বিধানের বিরুদ্ধে না গেলে পিতা-মাতার আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের খেদমত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা।

ইব্রাহীম আঃ স্ত্রী হাজেরাকে যখন আল্লাহর নির্দেশে জন-মানবহীন নির্জন মরুভুমিতে রেখে আসলেন তখন তিনি কোনো প্রতিবাদ করেননি,এমনকি অসন্তুষ্টও হননি। বরং আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য স্বামীকে উৎসাহ দিলেন। তাকে অভয় দিয়ে বললেন আমদের জন্য চিন্তা করবেননা আল্লাহই আমাদের রক্ষা করবে। এখানে সকল স্ত্রীদের জন্য শিক্ষা হলো জীবনে আল্লাহর বিধান পালন করতে গিয়ে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য মানষিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে।

এখানে দ্বিতীয় শিক্ষা স্ত্রীদের কর্তব্য হচ্ছে স্বামীদেরকে দ্বীনি কাজে উৎসাহ প্রদান করা, সে দ্বীন পালন করতে চাইলে তাকে সমর্থন যোগানো,তার মনবল চাঙ্গা রাখা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের আমল করা। স্বামী দ্বীনি কাজে গাফেল হলে তাকে দ্বীনি পথে আসার জন্য কৌশলে আহবান জানানো। এবং যতক্ষন পর্যন্ত স্বামী আল্লাহর বিধানের বিপরিতে নির্দেশ না দেয় ততক্ষন সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা।

জবানিকায় আমরা বলতে পারি আমাদের সলের জাতীর পিতা ইব্রাহীম আঃ এর নমুনায় এমন পরিবার গঠন করা উচিৎ- যে পরিবারের স্বামী,স্ত্রী ও সন্তানদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যেকোনো কিছুর বিনিময়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সব থেকে বড় আতঙ্ক হবে গুনাহ করা বা আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করা এবং সব থেকে বর সাধনা হবে আল্লাহর আইন বিধানগুলো পালন করে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এটাকেই কোরবানীর মূল চেতনা যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

বল, ‘আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ (আমার যাবতীয় সব কিছু) একমাত্র সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য ।’২০

এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে স্ত্রী হবে স্বামীর অনুগত, স্বামী হবে স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা ও আস্থার ঠিকানা; সন্তান হবে পিতা-মাতার অনুগত জাতীর সুর্যসন্তান। পিতা-মাতা হবে সন্তানের সব থকে বড় আদর্শের নমুনা। সব মিলিয়ে গঠিত হবে একটি সুখি সমৃদ্ধশীল স্থায়ী পরিবার যাদের সুখের বন্ধন চিরকাল অটুট থাকবে এমকি জান্নাতেও থাকবে তাদের আত্মার বন্ধন। আল্লাহ আমাদের দৈহিক,আত্মীক ও সার্বিক ইবাদত কেবল তার জন্য কবুল করুন। আমিন

তথ্য সূত্রঃ

১-সূরা সফফাত আয়াত-৯৯

৩-সূরা সফফাত আয়াত-১০

২-তাফসীরে ইবনে কাসীর

৪- সূরা সফফাত আয়াতঃ ১০১

৫-সূরা ইব্রাহীম আয়াতঃ ৩৫

৬-তাফসীরে মাযহারী, শোয়াবুল ইমান

৭-বুখারি-হাঃ ১৩৮

৮- তাফসীরে বাগভী, তাফসীরে মাযহারি

৯,১০,১১-সূরা সফফাত আয়াতঃ ১০২

১২ -তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে বাগবী

১৩-তাফসীরে ইবনে কাসীর

১৪- সূরা সফফাত আয়াতঃ ১০৩

১৫-(ফাতাওয়ায়ে শামি : ২/১৭৮)

১৭- সূরা সফফাত আয়াতঃ১০৪-১০৫

১৮- সূরা সফফাত আয়াতঃ ১০৬

১৯- সূরা সফফাত আয়াতঃ ১০৫

২০-সূরা আনআম আয়াতঃ ১৬২

হযরত হাতেম আলী রহঃ ফাউন্ডেশন (HARF) কর্তৃক সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত।